৩৭। অপরাধ ও দন্ডসমহূ।— (১) যদি কোন ব্যক্তি —

(ক) এই আইনের অধীনে তাহার নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(খ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন ; অথবা

(গ) নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্যের কোন পরিবর্তন সম্পর্কে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঘ) ধারা ২৫ এর অধীনে কোন সমনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন; [১][*******]

[২][(ঘঘ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) তে উলি-খিত নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার সংরক্ষণে ব্যর্থ হন; অথবা;]

(ঙ) এই আইনের অন্য কোন বিধান লংঘন করেন;

তাহা হইলে তিনি [৩][অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা এবং অনুর্ধ্ব পঁচিশ হাজার টাকা] টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি —

(ক) কর চালানপত্র প্রদান না করেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য কর চালানপত্র প্রদান করেন; অথবা

[৪][(কক) তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দুইবার নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করিতে অথবা কোন কর মেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন;] [৫][অথবা]

(খ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য দাখিলপত্র প্রদান করেন; অথবা

[৬][(খখ) বিক্রয় হিসাব পুস্কি (মসূক-১৭) এ বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ না করিয়া এবং চলতি হিসাব পুস্কি (মসূক-১৮) এ প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর লিপিবদ্ধ না করিয়া পণ্য সরবরাহপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা]

(গ) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে কোন জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র প্রদান করিয়া উহার মাধ্যমে কর ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা

[৭][(গগ) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কোন তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা"; এবং]

(ঘ) এই আইন বা বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এইরূপ কোন [৮][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার] সংরক্ষণ না করেন অথবা অনুরূপ কোন [নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার] ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন বা উহার অঙ্গচ্ছেদ করেন বা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন অথবা উক্ত [নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার] এই আইনের প্রয়োজন মোতাবেক সংরক্ষণ না করেন; অথবা

(ঙ) সজ্ঞানে মিথ্যা বিবরণ বা মিথ্যা ঘোষনা দান করেন; অথবা

(চ) মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত কোন [৯][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার] বহি বা অন্য কোন দলিলপত্র পরিদর্শন বা আটক করার জন্য এই আইনের অধীন

---

[১]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ..... নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩৮(ক) (অ) বলে "অথবা" শব্দটি বিলুপ্ত।

[২]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ..... নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩৮(ক) (আ) বলে দফা (ঘ) এর পর নতুন দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত।

[৩]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬৩(ক) বলে "অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা এবং অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা এবং অনুর্ধ্ব পঁচিশ হাজার টাকা " শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪]। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ১১(১১) (খ) (অ) বলে দফা (কক) সন্নিবেশিত।

[৫]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৪(ক) বলে দফা (কক) এবং দফা (ঞঞঞ) এর শেষে উভয়স্থানে "অথবা" শব্দটি সন্নিবেশিত।

[৬]। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৫৫ বলে ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা(২) এর দফা (খ) এর পর নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত।

[৭]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(ক)(অ) বলে দফা (গগ) এর পরিবর্তে নতুন দফা (গগ) প্রতিস্থাপিত।

[৮]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ..... নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩৮(খ) (অ) বলে দফা (ঘ) তে তিনবার উলি-খিত "নথিপত্র" শব্দটির পরিবর্তে "নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার" শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

[৯]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ..... নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩৮(খ) (আ) বলে দফা (চ) তে উলি-খিত "নথিপত্র" শব্দটির পরিবর্তে "নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পি• উটার" শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তাহার ব্যবসার স্থলে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করেন বা প্রবেশ করা হইতে বিরত করেন; অথবা

(ছ) কোন পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করার মত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত পণ্য গ্রহণে বা উহার দখল অর্জনে বা লেনদেনে লিপ্ত হন; অথবা

(জ) জাল বা ভূয়া চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন; অথবা

(ঝ) অন্য যে কোন উপায়ে মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা

(ঞ) নিবন্ধিত ব্যক্তি না হইয়াও এইরূপ কোন কর চালানপত্র প্রদান করেন যাহাতে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে; অথবা;

[১০][(ঞঞ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এর বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু না করিলে বা করণীয় নয় এমন কিছু করেন; অথবা

[১১][(ঞঞঞ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন [১২][পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদানের] ক্ষেত্রে চলতি হিসাবে যে পরিমাণ, যাহা দ্বারা জমাকৃত অর্থের এবং প্রদত্ত উপকরণ কর বাবদ প্রাপ্য রেয়াতের সমষ্টির দ্বারা প্রদেয় উৎপাদ কর পরিশোধ বা সমন্বয় করা যায়, জের রাখা প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিমাণ জের না রাখিয়া [১৩][পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদান] করেন।] [অথবা]

(ট) দফা (ক) হইতে দফা [১৪][(ঞঞঞ)] তে বর্ণিত যে কোন কার্য করেন বা করণে সহায়তা করেন,

[১৫][(৩) তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ওপর প্রদেয় করের অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব আড়াই গুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং কর ফাঁকি ব্যতীত অন্যান্য অনিয়মের ক্ষেত্রে অন্যূন দশ হাজার এবং অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।]

[১৬][কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী এই আইনের অধীন প্রদেয় বা উৎসে কর্তিত কর অথবা আরোপিত অর্থদণ্ড অথবা অন্য কোন পাওনা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হইতে অপরিশোধিত পরিমাণের উপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।]

[১৭][(৩ক) উপ-ধারা (৩) এর অধীন মাসিক দুই শতাংশ হারে [১৮][সুদসহ] মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কারণে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের দণ্ড সম্পর্কিত কোন বিধানের কার্যকরতা ক্ষুন্ন হইবে না।]

[১৯][(৩খ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এবং (৪খ) এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারাসমূহের অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,-

(ক) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তাহার নিকট হইতে এইরূপে আদায় করা হইবে যেন তিনি উক্ত ধারাসমূহের অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

(খ) দফা (ক) এর বিধানাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী

---

[১০]। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৯৫ (খ) (অ) বলে দফা (ঞ) এর পর নতুন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত।

[১১]। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪৪(ক) বলে দফা (ঞঞ) এর পর নতুন দফা (ঞঞঞ) সন্নিবেশিত।

[১২]। অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮(২) বলে "পণ্য অপসারণের" শব্দ এবং "পণ্য অপসারণ" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১৩]। অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮(১) বলে "অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন দশ হাজার টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১৪]। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪৪(খ) বলে "ঞঞ" সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "ঞঞঞ" সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১৫]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(ক)(আ) বলে দফা (ট) এর পর বর্ণিত অনু" ছদের পরিবর্তে নতুন নতুন অনু" ছদ প্রতিস্থাপিত।

[১৬]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(খ) বলে উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নতুন উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত।

[১৭]। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬(১১) বলে নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত।

[১৮]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(গ) বলে "অতিরিক্ত করসহ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুদসহ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[১৯]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(ঘ) বলে উপ-ধারা (৩ক) এর পর নতুন উপ-ধারা (৩খ) সন্নিবেশিত।

কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা করিতে পারিবেন।]

(৪) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে দুইবার এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, করমেয়াদ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৩৮ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ, যে কোন ১২ মাস সময়ে অন্ততঃ দুইবার করেন অথবা যদি কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আদেশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নিবন্ধিত হইতে ব্যর্থ হন,

[২০][তাহা হইলে,-

(ক) নিবন্ধিত ব্যাক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে এবং তাহার নিবন্ধনও বাতিল করা যাইবে; এবং

(খ) নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে";]

[২১][(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত-ভাবে বা তাহার মনোনীত কৌশলীর মাধ্যমে শুনানীর সুযোগসহ) প্রদান না করিয়া তাহার উপর এই ধারার অধীন কোন অর্থদন্ড, কোন [২২][সে• শাল জজের আদালত] কর্তৃক দন্ডারোপ ব্যতীত, আরোপ করা যাইবে না বা তাহার ব্যবসায় অঙ্গন [২৩][তালাবদ্ধ করা যাইবে না বা তাহার নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে না।]

[২৪][(৬) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সে• শাল জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা মল্যি সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মল্যি সংযোজন কর ও সম• —রক শুল্কের অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব আড়াইগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।]

[২৫][**৩৭ক। সে• শাল জজ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা**।- (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) অথবা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসম—হের জন্য সে• শাল জজ কর্তৃক দণ্ডারোপ করার ক্ষেত্রে তদ্‌কর্তৃক উহা এমনভাবে বিচার্য হইবে যেন উক্ত অপরাধসম—হ Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act. No. XL of 1958) এর তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ।

(২) সে• শাল জজ, সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট হইতে, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার দপ্তর বা এখতিয়ারাধীন এলাকা বিচারকার্য পরিচালনাধীন সে• শাল জজের এখতিয়ারাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৭খ। সে• শাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।- (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ এবং, ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত সম্পত্তি অবর" দ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।]

---

[২০]। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৮ক) (ক) (খ) বলে "তাহা হইলে উক্ত নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২১]। অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৮(৫) বলে উপ-ধারা (৫) সংযোজিত।

[২২]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(ঙ) বলে "ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে "সে• শাল জজের আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২৩]। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৮খ) বলে "তালাবদ্ধ করা যাইবে না" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৪]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৪(চ) বলে উপ-ধারা (৫) এর পর নতুন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত।

[২৫]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৫ বলে ধারা ৩৭ এর পর নতুন ধারা ৩৭ক ও ৩৭খ সন্নিবেশিত।